সমকাল

তারিখ: 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ......

মহিষের জীবনরহস্য উন্মোচন
বিজ্ঞান গবেষণায় বাংলাদেশের সাফল্য

দেশি ও তোষা পাট এবং ছত্রাকের জীবনরহস্য আবিষ্কারের পর এবার মহিষের জীবনরহস্য উন্মোচন করলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। তবে সর্বশেষ আবিষ্কারে বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাল তীর লাইভস্টক লিমিটেড চীনের বেইজিং জিনোম ইনস্টিটিউটের (বেজেআই) সহায়তা পেয়েছে। এভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ এ ধরনের সুদূরপ্রসারী গবেষণায় এগিয়ে এলে আমাদের দেশকে বিজ্ঞান জগতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। শুক্রবার মহিষের জীবনরহস্য উন্মোচনের সাফল্য সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা আমাদের আশাবাদীই করে তোলে। গবেষকরা বলছেন, নতুন আবিষ্কার বাংলাদেশকে কয়েক বছরের মধ্যেই উন্নত জাতের মহিষ উদ্ভাবনে সক্ষম করবে। এতে আমাদের প্রোটিন ও দুধের চাহিদার বিরাট অংশ মহিষ থেকেই পূরণ করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য পশুপাখি, এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এ দেশের বিজ্ঞানীরা রোগ নিরাময়, সবল নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলায় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। তবে এটাও ঠিক যে, আবিষ্কার করে বসে থাকলেই চলে না, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রাথমিক স্বীকৃতি আদায় ও এর পেটেন্ট নেওয়ার কাজটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। কারণ, এটি নিশ্চিত হলেই কেবল নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও এর নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট রাইটের অধিকারী হবে। পাট ও ছত্রাকের মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য বাংলাদেশ নির্দিষ্ট নিয়মেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ কাজে অনেকদূর এগিয়েও গেছে। নতুন আবিষ্কার নিয়েও বাংলাদেশ একইভাবে এগিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে এখনও প্রত্যাশা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে কি-না সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। এ ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এ ধরনের বিজ্ঞান গবেষণায় বিনিয়োগ করা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রতিবেশী দেশ ভারতের করপোরেট হাউসগুলো কীভাবে বিজ্ঞান গবেষণায় বিনিয়োগ করে নিজেদের পণ্যের মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সে দৃষ্টান্ত আমাদের বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অনুসরণ করতে হবে। এতে তারা ব্যবসায়িকভাবে যেমন উপকৃত হতে পারেন, তেমনি উন্নয়নশীল দেশের পর্যায় পেরিয়ে বাংলাদেশেরও উন্নত দেশের কাতারে আসীন হওয়ার পথ মসৃণ হবে। মহিষের জীবনরহস্য উন্মোচনের গবেষণাকর্ম সম্পাদনকারী বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাল তীর লাইভস্টক লিমিটেডকে আমরা অভিনন্দন জানাই। লাল তীরের বিজ্ঞানী মো. মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে যে ১৪ বিজ্ঞানী নিরন্তর সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তি খাটিয়ে মহিষের জিনোম আবিষ্কার করেছেন তারা গোটা জাতির গর্ব। তাদেরকেও অভিবাদন।